দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUN 1 4 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

166

টাঙ্গাইলে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

টাঙ্গাইল থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ টাঙ্গাইল থেকে সদ্য বদলি হওয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন বিদায়ের আগে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অন্যত্র বদলি করে গেছেন। দুজনকে সুবিধা দেয়ার জন্য বাকি ৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে হয়রানিমূলক বদলি করার এবং এ ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহা-পরিচালক গত ২৫শে মে টাঙ্গাইলের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেনকে স্ট্যান্ড রিলিজ করে নড়াইলে বদলির আদেশ দেন। এ সংবাদ পেয়ে গোপনে ২৬শে মে স্বাক্ষরিত পত্র মূলে উক্ত কর্মকর্তা টাঙ্গাইল সদর থানার কাগমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়নাল আবেদীনকে সোনাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, সোনাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা খন্দকার কারুন নাহারকে কাগমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকা আনোয়ারা বেগমকে কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, দারুল উলুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সাঈদা দিল আফরোজকে মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আলী আজমকে দারুল উলুম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলির আদেশ দেন। বদলির এ সিদ্ধান্তের তথ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এমনকি টাঙ্গাইল সদর থানা শিক্ষা কর্মকর্তাকেও জানানো হয়নি।

২৭শে মে শিক্ষা কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করার পর সংশ্লিষ্ট করণিক পিয়ন মারফত ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে তাদের বদলির চিঠি পাঠিয়ে দেন। মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আনোয়ারা বেগমকে বদলির চিঠি দেয়া হয় ৩রা জুন। টাঙ্গাইল থানার প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে এ বদলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। তারা এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন।